দৈনিক ইনকিলাব

তারিখ 01 NOV 1997
পৃষ্ঠা ৩ কলাম ৩

৮৮

চট্টগ্রাম বিশ্ববিদ্যালয়ের একাডেমিক ও প্রশাসনিক কার্যক্রমে মারাত্মক ধস

আবদুল মালেক ।। চট্টগ্রাম বিশ্ববিদ্যালয়ের একাডেমিক ও প্রশাসনিক কার্যক্রমে মারাত্মক ধস নেমেছে। বিভিন্ন ডিপার্টমেন্টে শিক্ষকদের উপস্থিতি প্রশাসনিক দফতরে কর্মকর্তা-কর্মচারীদের উপস্থিতি আশংকাজনকভাবে হ্রাস পেয়েছে।

ক্রমবর্ধমান সেশনজটের তিন স্তরে উন্নতি হয়েছে। গোলযোগের কারণে দেড়মাস বন্ধের পর বিশ্ববিদ্যালয় খোলার পক্ষকাল অতিক্রান্ত হলেও এ পর্যন্ত কোন ডিপার্টমেন্টেই পরিপূর্ণভাবে ক্লাস হয়নি। এই অবস্থায় সাধারণ ছাত্র-ছাত্রীরা আন্দোলনে যাচ্ছে। সংশ্লিষ্ট সূত্রমতে, এমনিতে বিশ্ববিদ্যালয়ের শতাধিক শিক্ষক ছুটির নামে বছরের পর বছর ক্যাম্পাসে অনুপস্থিত আছেন। এরপর আবার শতাধিক শিক্ষক বিভিন্ন এনজিওতে কর্মরত। তদুপরি বর্তমানে পরিস্থিতি স্বাভাবিক হওয়া সত্ত্বেও গোলযোগের কাল্পনিক অভিযোগে অধিকাংশ শিক্ষক ক্যাম্পাসে আসছেন না। ফলে বর্তমানে ছাত্র-ছাত্রীদের উপস্থিতিতে ক্যাম্পাস পরিপূর্ণ হলেও কোন ডিপার্টমেন্টেই ঠিকভাবে ক্লাস হয় না। যথাসময়ে পরীক্ষার ফলাফলও হচ্ছে না। এদিকে সেশন জট নিরসনের লক্ষ্যে বিভিন্ন বিভাগে তড়িঘড়ি পরীক্ষার তারিখ ঘোষণা করা হয়েছে। পরীক্ষার্থীদের কেউ কেউ এখনো ক্যাম্পাসে পৌঁছেনি। যথাসময়ে ক্লাস না হওয়ায় সিলেবাসও শেষ হয়নি। তাছাড়া যে কয়েক হাজার ছাত্র-ছাত্রী বিভিন্ন হলে ডারলিং করে থাকতো তাদের মালামাল ৮ নভেম্বরের মধ্যে সরিয়ে নিতে বলা হয়েছে। এই অবস্থায় পরীক্ষার্থীরা পড়েছে বিপাকে। ইতিমধ্যে দু'একটি ডিপার্টমেন্টে অনুষ্ঠিত পরীক্ষায় কোন কোন পরীক্ষার্থী অংশ নিতে পারেনি বলে অভিযোগ উঠেছে। বর্তমানে প্রত্যেক ডিপার্টমেন্টে পরীক্ষা পেছানোর আন্দোলন শুরু হয়েছে। শত শত পরীক্ষার্থী স্মারকলিপি নিয়ে বিভাগীয় চেয়ারম্যানের দফতরে ধর্ণা দিচ্ছে।